দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 14 JUN 2008
পৃঃ ৫ কলাম ৬

মেকির মুরাদিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে

প্রতিনিধি সংবাদদাতা ঃ 'বাগানে বসে আমাদের আর কদিন ক্লাস করতে হবে?' সাংবাদিকদের দেখামাত্র এই এ প্রশ্ন করে সিডরে বিধ্বস্ত পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার মুরাদিয়া আদর্শ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সাথে সাথেই বিদ্যালয়টির সবচেয়ে কনিষ্ঠ শিক্ষার্থী বলল, 'আপনেরা কি মোগো স্কুলটি মেরামত করে দিবেন।' এরকমই হাজারো কথা বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদের মুখে। গত ১৫ নভেম্বরের সিডরে উপজেলার মুরাদিয়া আদর্শ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু দীর্ঘ ৭ মাসেও আর্থিক সংকটের কারণে কোন প্রকার ঘর তোলা সম্ভব হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই বিদ্যালয়টির ক্লাস ও পরীক্ষার কার্যক্রম খোলা আকাশের নিচে চালাতে হচ্ছে। সিডরের পর শিক্ষা ও প্রকৌশল অধিদফতর থেকে বিদ্যালয়টির অবকাঠামো ও আসবাবপত্র মেরামতের জন্য ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ হলেও উপজেলা প্রশাসন আইনী জটিলতার কারণে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

বিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২০০১ সালে স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত দুমকি উপজেলার মুরাদিয়া আদর্শ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারী থেকে পাঠদানের অনুমতি পেয়ে রীতিমত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। গত ১৫ নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম মহাঅনিশ্চয়তার মাঝে পড়ে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো ও আসবাবপত্র মেরামতের জন্য শিক্ষা ও প্রকৌশল অধিদফতর থেকে গত ২৩/১২/২০০৭ (স্মারক নং ওএ/১০/ ইইডি পটু/৪৯৬) ২ লাখ টাকা ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু একাডেমিক স্বীকৃতি না থাকার অজুহাতে দুমকি উপজেলা প্রশাসন ওই টাকার ছাড়পত্র না দিয়ে কারণ মুরাদিয়া আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দেয় বলে জানা যায়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়টি আর সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। ফলে গত ৭ মাস ধরে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রায় ৬ মাস অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পুরোদমে ক্লাস করতে পারছে না। এতে অনিশ্চিতার মধ্যে পড়েছে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা অবিলম্বে এ বিদ্যালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত টাকার ছাড়পত্র দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি জরুরী ভিত্তিতে সংস্কারের দাবী জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়টির সহকারী শিক্ষক কালীপদ মিস্ত্রি বলেন ডিসেম্বরের ফাইনাল পরীক্ষা ও বর্তমান বছরের ১ম সাময়িক পরীক্ষাও খোলা আকাশের নিচে চটে বসিয়ে নিতে হয়েছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আর কত ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকারী সাহায্য মিলবে?

বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মোঃ শাহজাহান বলেন, অনেক কষ্ট করে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি করেছি। সিডরে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এ বিদ্যালয়টি সংস্কারের জন্য আড়াই লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু উপজেলা প্রশাসন নানা অজুহাত দেখিয়ে বরাদ্দকৃত টাকার ছাড়পত্র না দিয়ে তা ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। এজন্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে একাধিকবার লিখিত ও মৌখিকভাবে আবেদন করেও কোন লাভ হয়নি। তিনি আরো বলেন, উপজেলা প্রশাসনের অজুহাতটি সঠিক নয়। কারণ, বিদ্যালয়টি ৩ বছর আগেই পাঠদানের অনুমতি পেয়েছে এবং একাডেমিক স্বীকৃতির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

দুমকি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সঞ্জয় চক্রবর্তী বিদ্যালয়টিকে বরাদ্দের টাকা না দেয়ার কথা স্বীকার করে ইনকিলাবকে বলেন, ওই বিদ্যালয়টির ন্যূনতম পাঠদানের অনুমতি নেই, তাই বিদ্যালয়টিকে বরাদ্দের টাকা দিলে আমার বিরুদ্ধেই বিভাগীয় মামলা দায়ের হবে। আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ওই বিদ্যালয়টি ছাত্রদের বঞ্চিত করেছে, অচিরেই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।